ঘর সাজানোর টুকিটাকি

● সাইমা ইসলাম তন্দ্রা

অনেকেই মনে করেন, ঘর সাজানোটা শুধু ধনীদেরই মানায়। এটা কিন্তু একেবারেই ভুল ধারণা। আসলে সৌন্দর্যপিপাসু মন আর চোখ থাকলে যে কোনো পরিবেশ ও অবস্থাকে আনন্দোজ্জ্বল আর আরামদায়ক করে তোলা সম্ভব। তবে এর জন্য চাই চেষ্টা, আগ্রহ আর অপরিসীম ধৈর্য।

কাল্পনিক ইন্টেরিয়রের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনজুর হাসান নিজামি বলেন, ঘর সাজানোর আগে প্রথমে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী একটা হিসাব করে নিন– ঘর সাজানোর জন্য কত টাকা আপনি খরচ করতে পারবেন। এরপর পরিকল্পনা করুন কীভাবে ঘর সাজাবেন। একসঙ্গে যদি বেশি টাকা খরচ করা সম্ভব না হয় তবে প্রতিমাসে কিছু টাকা জমিয়েও একসঙ্গে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কিনতে পারেন। আজকাল অবশ্য কিস্তিতেও অনেক কিছুই কেনা যায়। তা ছাড়া কম দামে আসবাবপত্রও কিনতে পারেন।

প্রথমেই বলে রাখছি, ঘরখানি সুন্দর করে সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখার দায়িত্বটা কিন্তু পরিবারের সবার। প্রথমে আসা যাক ড্রইংরুমের অন্দরসজ্জা প্রসঙ্গে। ঘরটি ভালো করে ঝেড়েমুছে পরিষ্কার করে নিন। হোয়াইটওয়াশ বা রঙ করার প্রয়োজন থাকলে আগেই তা করিয়ে নিন। মনে রাখবেন, দামি দামি আসবাবপত্রে সজ্জিত মোজাইক করা প্রশস্ত ড্রইংরুমও ততটা আকর্ষণীয় নাও হতে পারে, যদি না থাকে রুচিবোধের ছোঁয়া। তাই আপনার ড্রইংরুমটি হোক না ছোট, কিংবা সেখানে থাকুক না কম দামি আসবাবপত্র, সেটি আপনার সযত্ন প্রয়াসে সাজিয়ে তুলুন। ড্রইংরুমের রঙের বিন্যাস হতে পারে সাদা, হালকা বাদামি, টেরাকোটা ও হালকা গোলাপি। খেয়াল রাখুন, এ ঘরে যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস না থাকে। একসেট সোফা ও একটি ডিভানই যথেষ্ট। ডিভানের তলায় স্টোরেজের ব্যবস্থা করতে পারেন। প্রয়োজনে এটিতে শোয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ঘরে আরো দু-একটি কুশন রাখতে পারেন। ঘরের আয়তন যদি খুব বড় হয় তাহলে দুই সেট সোফা রাখা যেতে পারে। সোফার মধ্যে কিছুটা নতুনত্ব আনতে পারেন। রঙবেরঙের কুশন দিয়ে সাজিয়ে তুলুন সোফাগুলো। ড্রইংরুমই হচ্ছে পারিবারিক আড্ডা মারার ঘর। তাই এ ঘরখানি যদি প্রশস্ত হয় তবে তাকিয়া দিয়ে সাজানো নিচু সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারেন, যাতে মাটিতে বসেই আড্ডা মারার সুবিধা পাওয়া যায়। এক পাশে রাখুন একটি আরাম কেদারা। ড্রয়িংরুমের এক কোনায় রাখতে পারেন বুকশেলফ বা কাচের শোকেস। তাতে বইপত্র সুন্দর করে সাজিয়ে রাখুন। বইয়ের শেলফ কিংবা শোকেসের পাশেই রাখুন আপনার সংগ্রহের দামি শোপিসগুলো। ঘরের দু-এক কোনায় রাখুন বাহারি পাতার গাছ। কিছু ঝুলন্ত গাছও রাখতে পারেন। তবে এ ব্যাপারেও সাবধান হতে হবে, যাতে দু-

জন্ম, সৃষ্টির লক্ষ্যে
শাহ্ সিমেন্ট

তিনদিনের পানি জমে না থাকে। আর টবটিতে যদি মাটি দেয়া থাকে, তাহলে দু-এক দিন পরপরই টবসুদ্ধ গাছটি রোদে রাখবেন। ঘরের দেয়ালে রাখতে পারেন নৈসর্গিক দৃশ্যসংবলিত ছবি। হাতে আঁকা পোর্ট্রেট রাখতে পারেন।

ড্রইংরুমের আকার যাতে ছোট না দেখায় সেজন্য দেয়ালের রঙ ধবধবে সাদা এবং দরজা-জানালায় সাদা নেটের পর্দা লাগাবেন। ঘরের সৌন্দর্যে পর্দা অপরিহার্য। পর্দার কাপড় নির্বাচনেও রুচিবোধের পরিচয় মেলে। দামি কাপড়ের পর্দাও অনেক ক্ষেত্রে দৃষ্টিকটু লাগে, যদি এর আকার ও রঙ ঘরের রঙের সঙ্গে মানানসই না হয়। এ ক্ষেত্রে দেয়ালের রঙ যদি গাঢ় হয়, তবে পর্দার রঙ হালকা হওয়াই ভালো। আর দেয়ালের রঙ হালকা হলে পর্দার রঙ হতে হবে অবশ্যই গাঢ়। এ ক্ষেত্রে মনে রাখবেন, কম দামি কাপড়ের পর্দা করতে হলে এক রঙা কাপড়ই মানানসই হবে। সেইসঙ্গে আরো খেয়াল রাখবেন, সোফার গদি, কুশন ও ডিভানের কভারের সঙ্গে পর্দার রঙের সামঞ্জস্য যেন অবশ্যই থাকে।

আর ড্রইংরুমের সঙ্গে বিশেষ এক অনুষঙ্গ ঝাড়বাতি। ঝাড়বাতি ব্যবহারে রুচি, সামর্থ্য ও ঘরের ভেতরের বিভিন্ন আসবাবপত্রের বিষয়টি মাথায় রাখুন। ঝাড়বাতি দেয়ালের দৃশ্যকে অনেকভাবে প্রভাবিত করে। তবে ঝাড়বাতি লাগানোর সময় ঘরের আকৃতির কথা মনে রাখতে হবে। আপনার ঘর যদি ছোট হয় তবে সেই ঘরে বড় ঝাড়বাতি মানানসই হবে না। ঘরের রঙ বুঝে ঝাড়বাতি হবে হালকা রঙের। এ ঘরে সাদা অথবা ক্রিস্টালের ঝাড়বাতিই চমৎকার লাগবে। আর আপনার ড্রইংরুমের থিম যদি হয় বাঙালিয়ানা তবে সেই ঘরের জন্য ঝাড়বাতি রাখবেন বাঁশ, বেতে মোড়া। আর হ্যাঁ, ড্রইংরুমের মেঝেতে রঙিন কার্পেট এবং ড্রইংরুমের দরজার পাশে পাপোশ রাখতে ভুলবেন না।

গৃহের সত্যিকার রূপ ফুটে ওঠে খাবার ঘরের সৌন্দর্যে। ডাইনিং টেবিল রেখে তাতে সুন্দর কভার পরিয়ে দিন। চেয়ারের গদি ও কুশনের কভারের রঙ উজ্জ্বল হলেই মানাবে ভালো। টেবিলের মাঝখানে রাখুন একটি মিনি গার্ডেন আর বিশাল আকারের ফ্লাওয়ার ভাস। টেবিলের পাশে ট্রলি রাখার ব্যবস্থা রাখুন। সেটি উজ্জ্বল দেখানোর জন্য রঙিন বাসন-কোসন এ ঘর থেকে সরিয়ে রাখুন।

খাবারের ঘরের পাশেই থাকে রান্নাঘর। সুতরাং এ ঘরের সৌন্দর্যও একান্ত অপরিহার্য। ঘরটি উজ্জ্বল দেখানোর জন্য ছাপা পর্দা টাঙিয়ে দিন। ঘরের র‍্যাক, শেলফ কেবিনেট রঙ করিয়ে নিন। সবকিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন। ময়লা ফেলার টিন বা ঝুড়িটিও সুন্দর করে রঙ করিয়ে রেখে দিন। এ ঘরের পর্দা দেবেন ছাপা ও উজ্জ্বল রঙের। ঘরের দেয়ালে রাখুন খাবারের দৃশ্যসংবলিত কোনো ছবি। এ ঘরের চারপাশে নিমপাতাসহ টব রাখতে পারেন, যাতে মশা-মাছি প্রবেশ না করতে পারে। ময়লা বাসন-কোসন, হাঁড়ি-ঝুড়ি, টোল খাওয়া কলসি, জগ নিন। ঘরে যাতে একটুও ময়লা না জমে সেজন্য প্রতিদিন ঘর মুছে রাখবেন। ঘর মোছার পানিতে কেরোসিন অথবা স্যাভলন মিশিয়ে নেবেন। তাতে পোকামাকড় সহজে ঘেঁষতে পারবে না। রান্নাঘরের ট্রলি যাতে খাবার ঘরে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার ব্যবস্থা রাখুন।

ঘর সাজানো পূর্ণাঙ্গ করতে হলে ফুলের কথা অবশ্যই এসে যায়। কিন্তু ফুল তো শুধু সাজালেই হবে না, জানতে হবে এর সঠিক বিন্যাস। রজনীগন্ধা দেখতে লম্বা। তার জন্য চাই লম্বা ধরনের ফুলদানি। সূর্যমুখী, ডালিয়া দেখতে মোটা। এর জন্য ভারী চেহারার একটা ফুলদানি রাখলে ভালো হয়। ছোট ছোট নানা রঙের মওসুমি ফুলের জন্য ছোট ছোট ফুলদানি ভালো লাগবে।

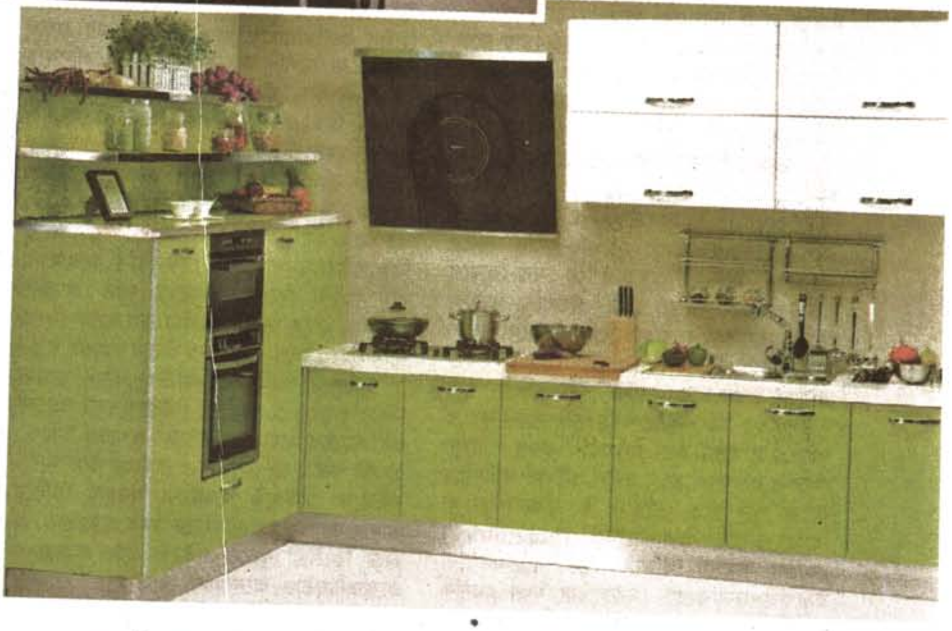

এ ছাড়া শোয়ার ঘরে খাটের মাথার কাছে সাইড টেবিলে রাখতে পারেন ভোরবেলা কুড়িয়ে আনা বকুল, শিউলি, বেলি, গন্ধরাজ। এ ছাড়া সুন্দর ডিজাইন করা প্লেটে একটু পানি ছিটিয়ে ফুলগুলো ছড়িয়ে রাখতে পারেন। বেতের ছোট্ট ঝুড়িতে ফুল রাখলেও সুন্দর দেখাবে। ■

জন্ম, সৃষ্টির লক্ষ্যে
শাহ্ সিমেন্ট